০৬-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের কায়া একদম পুরানো হয়ে গেছে, বাবা এসেছেন তোমাদের কায়া কল্প বৃক্ষের সমান তৈরী করতে, তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য অমর হয়ে যাও"

প্রশ্ন - এই ওয়ান্ডারফুল নাটকের কোন্ কথাটি খুব বোঝার মতো ?

উত্তর - এই নাটকের যারাই অ্যাক্টর্স (পার্টধারী), তাদের চিত্র একবারই দেখা যাবে, পুনরায় সেই চিত্র পাঁচ হাজার বছর পর দেখা যাবে । ৮৪ জন্মের ৮৪ টি চিত্র হবে এবং সব চিত্রই আলাদা - আলাদা হবে। কারো কর্মের সাথে অন্য কারোর কর্মের মিল থাকবে না। যারা যে কর্ম করেছে পুনরায় ৫ হাজার বছর পর সেই কর্মই করবে, এটা খুব ভালো করে বোঝার ব্যাপার। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। তোমরা এই রহস্য সকলকে বোঝাতে পারো।

গান:- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউই নেই
(ভোলেনাথ সে নিরালা অওর কোই নেহি) .....

ওম্ শান্তি। ভোলানাথ সর্বদা শিববাবাকে বলা হয়। শঙ্করকে বলা হয় না। তিনি তো বিনাশ করেন আর শিববাবা স্থাপনা করেন। তিনি অবশ্যই এই স্থাপনা স্বর্গের এবং বিনাশ নরকেরই করবেন। অতএব জ্ঞান সাগর ভোলানাথ শিবকেই বলা হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন অভিজ্ঞ। অবশ্যই আগের কল্পে শিববাবা এসেছিলেন এবং আবার অবশ্যই এখন এসেছেন। ওঁনাকে তো আসতেই হবে কারণ নতুন মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করতে হবে। এই নাটকের আদি, মধ্য এবং অন্তের রহস্য উন্মোচন করার জন্য অবশ্যই তাঁকে এখানে আসতে হবে। সূক্ষ্ম বতনে তো বলা হবে না। সূক্ষ্মবতনের ভাষা আলাদা , মূলবতনের তো ভাষাই নেই। এই দুনিয়ায় আছে ভাষা। শিববাবাই বিগড়ে যাওয়া কাজ আবার ঠিক করে দেন। যখন সৃষ্টি তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন সবাইকে সদগতি প্রদানকারী ভগবান বলেন, আমাকে আসতেই হয়। সব স্মৃতিও এখানেই ছড়িয়ে আছে। এই নাটকে যে সব মানুষের চিত্র আছে তা একবারই দেখা যায়। এমন নয় যে, লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র (চেহারা) সত্য যুগ ছাড়া অন্যত্র দেখা যাবে। তাঁরা পুনর্জন্ম নিলে নাম রূপ আলাদা হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্মী-নারায়নের রূপ এক বার দেখলে আবার ৫ হাজার বছর পর দেখা যাবে। যেমন গান্ধীর হুবুহু চেহারা ৫ হাজার বছর পর আবার দেখা যাবে। অসংখ্য মানুষের চিত্র আছে , যে মানুষের ছবি এখন দেখছো তা পুনরায় আবার ৫ হাজার বছর পর দেখবে। ৮৪ জন্মের ৮৪ টা চিত্র হবে। আর সকলেই আলাদা -আলাদা হবে। কারোর কর্মের সঙ্গে অন্য কারোর মিল থাকে না। যে যা কর্ম করেছে ,সেই কাজই ৫ হাজার বছর পরে আবার করবে। এটা খুব বোঝার ব্যাপার আছে।বাবার ছবিও আছে। আমরা ভাবি উনি অবশ্যই তাহলে প্রথমে সৃষ্টি রচনা করতে এসেছিলেন । তোমাদের বুদ্ধির তালা এতদিনে খুলেছে তাই তোমরা এখন বুঝতে পারো। এবার অন্যদেরও তালা এমনি ভাবে খুলতে হবে। নিরাকার পিতা অবশ্যই পারমধামে থাকেন। যেমন তোমরা সব আমার সাথে থাকো। আমি যখন প্রথমে আসি, আমার সাথে ব্রহ্মা , বিষ্ণু, শঙ্করও থাকেন। মনুষ্য সৃষ্টি তো আগে থেকেই আছে তাহলে কেমন করে তা আবার পাল্টি খেয়ে যায়। কেমন করে রিপিট হয়। প্রথমে নিশ্চয় সুক্ষ্মলোকের রচনা করতে হয়েছে তারপর স্থূললোকে আসতে হয় কেননা মানুষ যারা আগে

দেবতা ছিল এখন তারাই শূদ্র হয়েছে। তাদের পুনরায় ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হতে হবে । অতএব কল্পের পূর্বে আমি যা জ্ঞান দিয়েছিলাম তা আবার পুনরাবৃত্তি করবো। আমি এই সময় তোমাদের বসে রাজযোগ শেখাচ্ছি। পুনরায় অর্ধেক কল্পের পরে ভক্তি আরম্ভ হয়। পিতা স্বয়ং বসে বোঝাচ্ছেন কি করে পুরানো সৃষ্টি নতুন হয়। অন্ত থেকে আদি কি করে হয়। মানুষেরা বুঝতে চায় পরমাত্মা এসেছিলেন কিন্তু কখন,কিভাবে। তিনি আদি –মধ্য –অন্তের রহস্য কিভাবে উন্মোচন করেছিলেন, এটা কেউ জানেনা।

বাবা বলেন, আমি আবার তোমাদের সম্মুখে এসেছি – সকলকে সদগতি প্রদান করবার জন্য। মায়ারূপী রাবণ সকলের ভাগ্য নষ্ট করে দিয়েছে, তাই ভাগ্য নির্মাণকারীও কাউকে চাই। বাবা বলেন ৫ হাজার বছর আগেও ব্রহ্মার শরীরে এসেছিলাম। মানুষের সৃষ্টি নিশ্চয় এখানে রচনা করা হয়েছিলো। আমি এখানে এসে সৃষ্টিকে পাল্টিয়ে তার শরীর কল্পবৃক্ষের মতন করে তুলি। এখন তোমাদের শরীর একদম পুরানো হয়ে গেছে, তাকে পুনরায় এমন বানাই যে অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা অমর হয়ে যাও। তোমরা যদিও শরীর পরিবর্তন করো ,কিন্তু আনন্দের সহিত। যেমন পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন ধারণ করা হয়। ওখানে এমন বলা হয় না যে অমুক মারা গেছে ,সেটাকে মৃত্যু বলা হয় না। যেমন তোমাদেরকে জীবন্মৃত বলা হয় কিন্তু তোমরা থোড়াই মারা গেছো। তোমরা তো শিববাবার হয়ে গেছো। বাবা বলেন তোমরা আমার শ্রেষ্ঠ রত্ন, হারানো নিধি। শিববাবা বলেন তাই ব্রহ্মা বাবাও বলেন। উনি নিরাকারী বাবা এবং ইনি সাকারী বাবা। এখন তোমরাও বলো, বাবা আপনিও তো তাই। আমিও তাই , যিনি এসে আবার মিলিত হয়েছি। বাবা বলেন, আমি এসেই স্বর্গের স্থাপনা করি, রাজত্ব তো অবশ্যই চাই তাই আমি রাজযোগ শেখাই । এর পরে তোমরা রাজত্ব পাবে তখন এই জ্ঞানের আর প্রয়োজন থাকবে না। তখন এই সব শাস্ত্রাদি ভক্তিতে কাজে লাগে , মানুষ পড়তে থাকে। যেমন কোনো নামী মানুষ হিস্ট্রি – জিওগ্রাফি লিখে যান, সেটা পরবর্তী প্রজন্ম অধ্যয়ন করে অনন্ত শাস্ত্র রাশি। মানুষ অধ্যয়ন করতেই থাকে। স্বর্গতে তো এসব কিছুই থাকে না। ওখানে তো একটিই ভাষা হয়। তাই বাবা বলেন , এখন আমি এসেছি নতুন সৃষ্টির নির্মাণ করতে। প্রথমে নতুন ছিল, এখন পুরানো হয়েছে। আমার সব সন্তানদের মায়া পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিলো । ওরা দেখায় সাগরের সন্তান (অভিশপ্ত হয়ে পাতালে প্রবেশ করেছিল) .....জ্ঞান সাগর তো অবশ্যই আছেন, তোমরা তাঁরই সন্তান। যদিও বাস্তবে সবাই তাঁর সন্তান , কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই জয়গান করা হয়। তোমাদের জন্যই পিতা আসেন। তিনি বলেন আমি তোমাদের পুনরায় সুরজিৎ করার জন্য এসেছি। যারা একদম কৃষ্ণবর্ণ, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে , তাদেরকে পুনরায় স্বচ্ছ বুদ্ধিযুক্ত করার জন্যই আমি এসেছি। তোমরা জানো এই জ্ঞানের দ্বারাই আমরা কি করে স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যাই। যখন তোমরা স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যাবে , তখন এই দুনিয়াও প্রস্তরপুরী থেকে পরশমনি পুরী হয়ে যাবে। এই জন্যেই বাবা পুরুষার্থ করান। অতএব বাবাকে অবশ্যই মানুষ সৃষ্টির রচনা করার জন্য এখানে আসতেই হবে, তাই না ? তিনি যার শরীরে আসেন ,তার দ্বারাই মুখ বংশাবলী রচনা করেন। তাহলে ইনি হলেন মাতা। কত গোপনীয় কথা। এনার শরীর তো পুরুষের, যার মধ্যে পিতা আসেন , তাহলে মাতা কি করে হয় , এই জটিলতায় অবশ্যই জড়িয়ে পড়ে মানুষ।

তোমরা প্রমাণ করে বুঝিয়ে দাও যে, এই মাতা –পিতা, ব্রহ্মা ও সরস্বতী দুজনেই কল্প বৃক্ষের নিচে বসে আছেন, রাজযোগ শিখেছেন। অতএব নিশ্চয় ওঁদের গুরুর প্রয়োজন। ব্রহ্মা সরস্বতী এবং সমস্ত

বাচ্চাদেরকে রাজঋষি বলা হয়। রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁরা যোগ যুক্ত থাকেন। পিতা এসে রাজযোগ এবং জ্ঞান সেখান যা আর কেউ শেখাতে পারে না। কারোর রাজযোগ নেইও। ওরা তো কেবল বলে যোগ শেখো। হঠ যোগ তো অনেক প্রকারের হয়। কোনো সন্ন্যাসী, উদাসী ব্যক্তির পক্ষে রাজযোগ শেখানো সম্ভব নয়। ভগবান এসেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেন আমাকে প্রতি কল্পে আসতে হয় যখন নতুন মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করতে হয়। প্রলয় কখনো হয় না। যদি প্রলয় হয় তাহলে আমরা কোথায় আসবো ? নিরাকার এসেই বা কি করবেন ? পিতা বোঝান সৃষ্টি তো প্রথম থেকেই আছে। ভক্তরাও আছে , ভগবান কে ডাকেও , এর থেকে প্রমান হয় যে ভক্ত আছে। ভগবানকে তখনই আসতে হয় যখন ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখী হয় , কলিযুগের শেষ এটাই। রাবণ রাজ্য শেষ হবার সময়,তাই আমাকে আসতে হয়। এই সময় সকলেই খুব দুঃখী। সামনে মহাভারী সংঘর্ষ অপেক্ষা করছে।

এটা হল পাঠশালা। এখানে এইম অবজেক্ট (মূল লক্ষ্য) আছে। তোমরা জানো, সত্যযুগে লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজত্ব ছিল তারপর একক মুকুটধারীদের রাজত্ব হলো, পুনরায় নানাপ্রকার ধর্ম বিস্তারের সাথে –সাথে রাজত্ব বিস্তারের জন্য যুদ্ধ ইত্যাদিও হতে থাকে। তোমরা জান যা অতীত হয়ে গেছে তা পুনরায় রিপিট হবে। পুনরায় লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজ্য আরম্ভ হবে। বাবা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি – জিওগ্রাফির সম্পূর্ণ রহস্য বোঝান। ডিটেইলস (বিস্তারিত ব্যাখ্যায়) যাওয়ার দরকার নেই। জানা আছে আমরা সূর্যবংশী তাই আমরা সূর্যবংশেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করি। নাম রূপ তো পাল্টাতেই থাকবে। মা–বাবাও অন্য হবে। এই সম্পূর্ণ ড্রামা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। পিতা কিভাবে আসেন তাও বোঝা গেছে। গীতার সেই জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিতে আছে। আগে আমাদের বুদ্ধিতেও সেই পুরানো গীতার জ্ঞানই ছিল। এখন পিতা এই গুহ্য জ্ঞান শোনান এবং যা শুনতে শুনতে সব রহস্য বুঝে গেছি । লোকেরাও বলে আগে আপনার জ্ঞান অন্য রকমের ছিল, এখন আরো ভালো হয়েছে । এখন বুঝে গেছ কি করে গৃহস্থ জীবন যাপন করেও পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হয়। এটাই সকলের শেষ জন্ম। সকলের মৃত্যু নিশ্চিত। বেহদের পিতা স্বয়ং বলেন, তোমরা যদি পবিত্র থাকার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও তাহলে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হবে। এখানে তো কোটিপতি লোকও দুঃখী। শরীরও কল্পতরু হয় না। তোমাদের কায়া কল্পতরুর সদৃশ হয়। ২১ জন্ম তোমাদের মরণ নেই । পিতা বলেন এখানে সূর্যবংশীরাই আসে। চন্দ্রবংশীরা কাম চিতায় বসে কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেছে, তাই রাধা –কৃষ্ণ, নারায়ণ সকলকে কৃষ্ণ বর্ণ দেখানো হয়। এখন তো সকলেই কৃষ্ণ বর্ণ। কাম চিতায় বসে থাকার জন্য কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেছে। এখন তোমাদের কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। বিষের হস্ত –বাঁধন বাতিল করে জ্ঞান অমৃতের হস্ত – বাঁধন বাঁধতে হবে। এমন করে বোঝাতে হবে যে তারা বলবে, তোমরা তো শুভ কাজ করছ । যতক্ষণ কেউ কুমার ও কুমারী আছে ততক্ষণ তাদের বিষয়ে নোংরা বলবে না। বাবা বলেন তোমরা কখনো নোংরা হবে না। পরে–পরে অনেকে আসবে, বলবে এটাই ভালো – জ্ঞান চিতায় বসার জন্য আমরা স্বর্গের মালিক হবো। প্রায়শঃ ব্রাহ্মণেরাই বিবাহ করায়। রাজাদের কাছেও ব্রাহ্মণেরাই থাকে, তাঁদের রাজগুরু বলা হয়। এখন তো সন্ন্যাসীরাও পাণিগ্রহণ করায়, তোমরা যখন এই জ্ঞানের কথা শোনা, লোকেরা খুব খুশি হয়। তাড়াতাড়ি রাখীও বাঁধিয়ে নেয়। তারপর বাড়িতে অশান্তি আরম্ভ হয়। কিছু তো সহ্য করতেই হয়।

তোমরা হলে গুপ্ত শিবশক্তি সেনা। তোমাদের কাছে কোনো হাতিয়ার নেই, দেবতাদের অনেক হাতিয়ার যুক্ত দেখানো হয়। এসব হল জ্ঞানের কথা। এখানে তো যোগবলের কথাই বলা হচ্ছে। তোমরা যোগবলে দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করো বাহুবলে তো পার্থিব রাজত্ব পাওয়া যায়। বেহদের রাজত্ব তো বেহদের মালিকই দেবেন। এখানে কোনো সংঘর্ষের কথাই নয়। বাবা বলেন, আমি কি ভাবে তোমাদের সংঘর্ষে ফেলতে পারি ? আমি তো লড়াই -ঝগড়া মেটাতে এসেছি তাই সংঘের্ষের কোনো নামগন্ধও থাকে না, , তবেই তো সকলে পরমাত্মাকে স্মরণ করে। মানুষ বলে আমার লজ্জা রাখো ,তার পরেও একনিষ্ঠ থাকতে পারে না যাকে -তাকে ধরে বেড়ায়।বলে আমার ভিতরেও ঈশ্বর বিরাজমান ,তার পরও নিজের উপর ভরসা রাখতে পারে না। গুরুর খোঁজ করে। যদি তোমার ভিতরেই ঈশ্বর বিরাজমান তাহলে গুরুর কি প্রয়োজন ? এখানে তো বিষয়ই আলাদা। বাবা বলেন, আগের কল্পেও আমি এসেছিলাম, যেমন এখন এসেছি। এখন তোমরা জানো রচয়িতা বাবা কেমন ভাবে রচনা করেন, এটাও এক নাটক। যতক্ষণ এই চক্রের জ্ঞান হবে না, কি করে জানবে আগে কি হবে। বলা হয় এটা কর্মক্ষেত্র। আমরা নিরাকারী দুনিয়া থেকে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। তাই তোমাদেরকে ড্রামার ক্রিয়েটর ,ডিরেক্টরের বিষয়ে জানতেই হবে। আমরা অভিনেতারা সবাই জানি এই নাটকের নির্মাণ কাহিনী , এই সৃষ্টির কি করে বৃদ্ধি হয় , এটা কলিযুগের শেষ আবার অবশ্যই সত্যযুগ স্থাপিত হবে। এই চক্রের বোধ একদম ঠিক ,যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারাই বুঝে যাবে। তাহলেও এই প্রজাপিতা আছেন তাই নিজেদের কুল বৃদ্ধি হতেই থাকবে। বৃদ্ধি তো হবেই। আগের কল্পের মতোই সকলে পুরুষার্থ করতে থাকবে। আমি সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকি। সকলকেই নিজের-নিজের মুখশ্রী আয়নায় দেখতে হবে - আমরা কতটা যোগ্য হলাম - সত্যযুগে রাজধানী অধিকার করার জন্য ? এটা হল প্রতি কল্পের বাজি, যারা যত সার্ভিস করবে, তোমরা বেহদের আলৌকিক সোশ্যাল ওয়ার্কার। তোমরা সুপ্রিম আত্মার মতে চলো। এই রকম ভালো-ভালো পয়েন্টস ধারণ করতে হবে। বাবা এসেই কালের থাবা থেকে রক্ষা করেন। ওখানে মৃত্যুর চিহ্ন নেই, এটা হলো মৃত্যু লোক, ওটা অমর লোক। এখানে আদি-মধ্য-অন্তে দুঃখ আছে, ওখানে দুঃখের নামগন্ধ নেই। আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে মাতা - পিতা ও বাবাদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং গুডমর্নিং। অলৌকিক পিতার অলৌকিক বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) আমরা নিরাকারী ও সাকারী দুই বাবারই চোখের মণি, আমরা জীবিত অবস্থাতেই শিববাবার উত্তরাধিকারী হয়েছি, এই নেশাতেই থাকতে হবে।

২) যোগবলে দ্বারা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে, পবিত্রতার রাখী বাঁধলে সহ্যও করতে হবে। কখনো পতিত হবে না।

বরদান :- একই সংকল্পে স্থিত থেকে মহাতীর্থের প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ দায়িত্বশীল আত্মা ভবঃ

এই আবু হলো বিশ্বের লাইট হাউস। এই মহাতীর্থকে প্রত্যক্ষ করার জন্য সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের একটাই সংকল্প হোক, যেন সব আত্মারা এখন থেকেই মার্গ দর্শন পায় । সকলের কল্যাণ হোক। যখন

এই শুভ আশার দীপ সকলের মধ্যে প্রজ্বলিত হবে,সকলের সহযোগিতা হবে তখন কার্য সিদ্ধি হবে। সকলের মন থেকে যেন এই আওয়াজই বেরোয় – এ হলো আমার দায়িত্ব। যখন প্রত্যেকে নিজেকে এইরকম দায়িত্বশীল মনে করবে তখন প্রত্যক্ষতার রশ্মি আব্বার (পিতার) গৃহ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

শ্লোগান :- অন্তর্মুখতার বৈশিষ্ট ধারণ করলে সকলের শুভেচ্ছা পেতে থাকবে।